কাজ হারাতে পারেন পাঁচ হাজার কর্মী

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল ঃ ভোডাফোন এবং আইডিয়া সেলুলারের সংযুক্তিকরণের জেরে দুই সংস্থা মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মচারী ছাঁটাই হতে পারেন। সংযুক্ত সংস্থার ভার লাঘব এবং পরিচালনার খরচ বাঁচাতেই এমন পদক্ষেপ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ভোডাফোন–আইডিয়া সংযুক্তিতে এখন শুধু কেন্দ্রীয় টেলিকম দপ্তর (ডট)–এর অনুমোদন দেওয়া বাকি। আগামী মে মাসের মধ্যেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে এয়ারটেলকে টপকে গ্রাহক এবং রাজস্বের নিরিখে দেশের একনম্বর সংস্থায় পরিণত হবে প্রস্তাবিত ভোডাফোন–আইডিয়ার সংযুক্ত সংস্থা। রিলায়েন্স জিও আসার পর থেকে মোবাইল শিল্পে রীতিমতো ত্রাহি ত্রাহি

ভোডাফোন আইডিয়া সংযুক্তি

রব পড়ে গিয়েছে। টেলিনর, টাটা ডোকোমো, এয়ারসেলের মতো ছোটো ছোটো সংস্থাগুলি হয় বড়ো সংস্থার সঙ্গে মিশে গিয়েছে নয়তো পরিসেবা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিচ্ছে। পরিসেবা বন্ধ করে দিয়েছে অনিল আম্বানির রিলায়েন্স কমিউনিকেশনও। এর ফলে ইতিমধ্যেই কাজ হারিয়েছেন প্রায় একলক্ষ কর্মচারী। ভোডাফোন ও আইডিয়ায় কর্মী সংখ্যা ২০ হাজারের কিছু বেশি। ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত সংযুক্ত সংস্থার ম্যানেজমেন্টে কারা থাকবেন তা নির্দিষ্ট করে ফেলেছে ভোডাফোন ও আইডিয়া। সেক্ষেত্রে দুই সংস্থাই চায় কর্মী সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে। আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর হাতে থাকা আইডিয়ার ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের অবশ্য গোষ্ঠীর অন্যান্য ব্যবসায় চাকরি দেওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। তবে সবাই যে এই বিকল্প বন্দোবস্তের আওতায় আসবেন তেমন কোনো সম্ভাবনা অবশ্য নেই। ভোডাফোনের মুখপাত্র অবশ্য কর্মী ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এখনও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

রামমন্দির আন্দোলনেই ভিএইচপি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ সংগঠন যে ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বড়ো সেটা সোজাসাপটা ভাষায় জানিয়ে দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। গত শনিবার ভোটাভুটিতে সংগঠনের সভাপতি পদে পরাজিত হন প্রবীণ তোগাড়িয়ার সমর্থিত প্রার্থী। তারপরই ভিএইচপির কার্যনির্বাহী সভাপতি পদে ইস্তফা দেন তোগাড়িয়া। তিনি সংগঠন থেকে সরে গেলেও ভিএইচপি যে রামমন্দির আন্দোলন থেকে একচুলও সরবে না সেকথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন সংগঠনের নতুন কার্যনির্বাহী সভাপতি অলোক কুমার। তোগাড়িয়ার নাম না করে তিনি বলেন, 'ভিএইচপি থেকে কেউ সরে গেলেও অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ আন্দোলন দুর্বল হবে না। রামমন্দির হবেই।' অলোক কুমারের বক্তব্য, রামমন্দির নির্মাণের বিষয়টি কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের নয়। এটা সমগ্র হিন্দুসমাজের বিষয়। সুপ্রিমকোর্টে শুনানি চলছে। যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা রামমন্দির আইন আনার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলব। প্রবীণ তোগাড়িয়া অভিযোগ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দির নির্মাণের কথা বলে লোকসভা ভোটে জিতেছিলেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি সেই প্রতিশ্রুতির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর গুজরাটে চলে যান তোগাড়িয়া। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, 'আমি এখন আর ভিএইচপিতে নেই। কিন্তু হিন্দুদের কল্যাণের জন্য আমি কাজ চালিয়ে যাব।' হিন্দুদের দীর্ঘদিনের দাবি যাতে মেনে নেওয়া হয় তার জন্য আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসছেন তোগাড়িয়া। তিনি জানান, ২০০২–এর গুজরাট হিংসার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে মোদির সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। গোরক্ষকদের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে গুন্ডা বলে আখ্যা দিয়েছেন বা তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে মামলা শুরু হয়েছে তাতেও ক্ষুব্ধ ভিএইচপির প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সভাপতি।

বিদেশিনি ধর্ষণে আমৃত্যু জেল

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ ডেনমার্কের মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগে ৫ জনের শাস্তি বহাল রাখল দিল্লি হাইকোর্ট। ২০১৪ সালে ভারতে বেড়াতে এসে ধর্ষিতা হন এক ড্যানিশ মহিলা। ঘটনার তদন্তে নেমে ৯ জনকে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, ডাকাতি, অপহরণ, অপরাধ পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়। ২০১৬ সালে দিল্লির এক আদালত অভিযুক্তদের ৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে আমৃত্যু জেলের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই রায় বহাল রেখেছে হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি এস মুরলিধর ও এস মেহতার বেঞ্চ জানিয়েছে, তথ্যপ্রমাণ ও ডিএনএ টেস্ট থেকে স্পষ্ট ৫ অভিযুক্তই মহিলাকে ছুরি মারার ভয় দেখিয়ে গণধর্ষণ করেছে। মহিলার জিনিসপত্রও লুঠ করে তারা। এই ধরনের অমানবিক ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত যে রায় দিয়েছে তা বহাল রাখছে হাইকোর্ট।

মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ মামলা

স্বামী অসীমানন্দ সহ সকলের রেহাই

হায়দরাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ কাণ্ডে স্বামী অসীমানন্দ সহ অভিযুক্ত পাঁচজনকেই অভিযোগ থেকে রেহাই দিয়েছে এনআইএ–র বিশেষ আদালত। তাঁরা যে বিস্ফোরণে জড়িত, বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ তা প্রমাণ করতে না পারায় সোমবার অভিযুক্তদের মুক্তি ঘোষণা করা হয়। আদালতের এই রায়ের ফলে ছাড়া পেয়ে যাবেন অসীমানন্দ ওরফে নবকুমার সরকার, লোকেশ শর্মা, দেবেন্দ্র গুপ্ত, ভরত মোহনলাল ওরফে ভরত ভাই এবং রাজেন্দ্র চৌধুরি। এই মামলায় অসীমানন্দ ও মোহনলাল আগেই জামিন পেয়েছিলেন। অন্যদিকে এদিন রায় ঘোষণার পরই বিশেষ এনআইএ আদালতের বিচারক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কে রবীন্দ্র রেড্ডি।

২০০৭–এর ১৮ মে ছিল শুক্রবার। নমাজ পড়তে সেদিন অনেকেই গিয়েছিলেন ওই মসজিদে। নমাজ চলাকালীন আচমকাই কেঁপে উঠেছিল হায়দরাবাদের ঐতিহাসিক মসজিদ চত্বর। সেদিনের ভয়াবহ বিস্ফোরণে মারা গিয়েছিলেন ৯ জন। ৫৮ জন গুরুতর জখম হয়েছিলেন।

মক্কা মসজিদের বিস্ফোরণ নিয়ে প্রথমে তদন্ত শুরু করেছিল হায়দরাবাদ পুলিশ। পরে তদন্তের ভার পড়ে সিবিআই–এর উপর। ২০১১–য় এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব বর্তায় এনআইএ–র কাঁধে। ১১ বছর আগের ওই বিস্ফোরণের শুনানি গত সপ্তাহে শেষ হয়েছিল। স্থগিত রাখা হয়েছিল রায়দান। এই বিস্ফোরণে পাইপ বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল। গোটা ঘটনার পিছনে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের হাত ছিল বলে তদন্তে জানা যায়। নাম জড়ায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘেরও। মক্কা মসজিদ মামলায় এনআইএ–র গোয়েন্দারা ২২৬ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য নিয়েছেন। মামলায় যে পাঁচজনকে প্রমাণের অভাবে এদিন মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অসীমানন্দ ও ভরত মোহনলাল জামিনে মুক্ত ছিলেন। বাকি তিনজন বিচারবিভাগীয় হেপাজতে ছিলেন কেন্দ্রীয় জেলে। মামলার রায় বেরোনো উপলক্ষ্যে হায়দরাবাদের নামপল্লির আদালত চত্বর এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আদালত চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়। মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ মামলায় পাঁচজনের বিচার এনআইএ আদালতে হলেও অভিযুক্ত হিসেবে আরও কয়েকজনের নাম তদন্তকারী সংস্থার তালিকায় উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে সন্দীপ ভি দাঙ্গে এবং রামচন্দ্র কালসাংগ্রা এখনও ফেরার। এক অভিযুক্ত সুনীল যোশির মৃত্যু হয়েছে। এক দশকের বেশি সময় চলেছে মক্কা মসজিদ মামলা। দীর্ঘ ১১ বছরেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে না পারাটা বিস্ময়কর মনে করেছে একাধিক মহল। এদিনের রায়ে হতবাক নিহতদের পরিবার পরিজনেরাও।

এদিকে এনআইএ–র এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, আদালতের রায়ের কপি হাতে পাওয়ার পর তাঁরা পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করবেন। এদিন রায় ঘোষণার আগে থেকে হায়দরাবাদ শহরের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নিরাপত্তার বহর বাড়ানো হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে তিন হাজার পুলিশ ও আধাসেনাকে। হায়দরাবাদ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ভি সত্যনারায়ণ জানিয়েছেন, পুলিশ কড়া দৃষ্টি রেখেছে। চলছে নজরদারি। খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে স্পর্শকাতর এলাকার সিসিটিভিগুলি।

রায় নিয়ে সমালোচনা

হায়দরাবাদ, ১৬ এপ্রিল ঃ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ কাণ্ডে আদালতের রায়ের কড়া সমালোচনা করেছে একাধিক রাজনৈতিক দল। এমআইএম (মজলিস–এ–ইত্তেহাদুল মুলিমিন) নেতা আসাউদ্দিন ওয়াইসি বলেছেন, 'বিচার হয়নি। মামলায় পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা এনআইএ–কে চালনা করেছেন।' জাতীয় তদন্তকারী সংস্থাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিহীন টিয়াপাখির সঙ্গেও তুলনা করেছেন তিনি। আদালত অভিযুক্তদের সকলকে রেহাই দেওয়ায় বিস্মিত সিপিএম নেত্রী বৃন্দা কারাত। এজন্য এনআইএ–কেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এখন এনআইএ–কেই জবাব দিতে হবে। এটা অবাক করার মতো ঘটনা। কী করে সকলে ছাড়া পায়?' বিষয়টি বিচারবিভাগীয় বলে সরাসরি মন্তব্য করতে চাননি কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। তিনি বলেছেন, 'এখন সবটাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। উচ্চ আদালতে আবেদন করা হবে কিনা, সরকারকেই ঠিক করতে হবে।'

পুলিশ হেপাজতে স্বামী অসীমানন্দ। – ফাইলচিত্র

নাইট ক্লাব উদ্‌বোধনে সাক্ষী মহারাজ

লখনউ, ১৬ এপ্রিল ঃ লখনউয়ে একটি নাইট ক্লাবের উদ্‌বোধন করে ফের বিতর্কে জড়ালেন উত্তরপ্রদেশের উন্নাও কেন্দ্রের সাংসদ সাক্ষী মহারাজ। গত রবিবার লখনউয়ের আলিগঞ্জ এলাকার 'লেটস মিট' নামে নাইট ক্লাবের উদ্‌বোধন করেন বিজেপির এই সাংসদ। চরম রক্ষণশীল হিসেবে চিহ্নিত সাক্ষী মহারাজের নিশিনিলয় উদ্‌বোধন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল শুরু হতেই তিনি সাফাই দিয়ে বলেন, সেটি যে নাইট ক্লাব, তা তাঁর জানা ছিল না। দলের যেসব নেতা তাঁকে ভুল বুঝিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও সরব হন সাক্ষী মহারাজ। তাঁর কথায়, 'উত্তরপ্রদেশ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রজ্জন সিং আমাকে বলেছিলেন এটা তাঁর জামাইয়ের রেস্তোরাঁ। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। ওই ক্লাবের লাইসেন্স চেয়ে পাঠিয়েছি। একইসঙ্গে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বলেছি, দলের এইসব নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।' সাক্ষী মহারাজ আরও বলেন, 'আমি শুধু সাংসদ নই, সাধু। আমার এসব থেকে অনেক দূরে থাকাই উচিত।' তবে এর আগেও দলকে একইরকম অস্বস্তিতে ফেলেছেন উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা–নেত্রীরা। কিছুদিন আগে একটি বিয়ার বারের উদ্‌বোধন করে বিতর্কে জড়ান রাজ্যের বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বাতি সিং। বিতর্ক কিছু কম হয়নি সাক্ষী মহারাজকে নিয়েও। শ্লীলতাহানি তথা যৌন হয়রানির কারণ হিসেবে একবার তিনি দায়ী করেছিলেন 'ছেলেমেয়েদের খোলামেলা আচরণ'কে।

বার কাউন্সিলের কঠোর পদক্ষেপ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ কাঠুয়া কাণ্ডে যেসব আইনজীবী অভিযুক্তদের বাঁচাতে তৎপর হয়েছিলেন, তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে ইন্ডিয়ান বার কাউন্সিল একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছে। এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এম কে মিশ্রের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিতে আজ এই তথ্য জানানো হয়েছে। অভিযোগ, কাঠুয়া জেলা আদালতের একদল আইনজীবী আইসি–কে ওই ধর্ষণ ও খুনের কাণ্ড নিয়ে অভিযোগ লিখতে বাধা দেন। তাঁরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি তুলে থানার সামনেই ধরনায় বসেছিলেন। পরে অবশ্য জম্মু–কাশ্মীর বার কাউন্সিলের নির্দেশে ওই ধরনা প্রত্যাহার করা হয়। এই বিষয়টি হালকাভাবে নিতে নারাজ ইন্ডিয়ান বার কাউন্সিল। তাই তারা কঠোর পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ধর্ষণ ও খুনের আশঙ্কায় কাঠুয়ার নির্যাতিতার আইনজীবী

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ ভাঙবে তবু মচকাবে না গেরুয়া ব্রিগেড। কাঠুয়া কাণ্ডে বেআব্রু হয়ে গিয়েছে তাদের ভূমিকা। হিন্দু একতা মঞ্চের ছত্রছায়ায় থাকা জম্মু–কাশ্মীর রাজ্য বিজেপির নেতা–মন্ত্রীদের নিন্দায় গোটা দেশ গর্জে উঠেছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাঠুয়া গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এর পরেও হম্বিতম্বি বন্ধ হচ্ছে না গেরুয়া শিবিরের। এ বার তারা সরাসরি হুমকি দিয়েছে কাঠুয়া গণধর্ষণ মামলার আইনজীবী দীপিকা সিং রাজওয়াতকে। দীপিকা জানিয়েছেন, তাঁকে ধর্ষণ ও খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর গতিবিধির উপর প্রতি মুহূর্তে নজর রাখছে দুষ্কৃতীরা। তাঁর জীবন বিপন্ন। সোমবার সুপ্রিমকোর্টকে তিনি এ কথা জানিয়ে নিরাপত্তা চাইলে শীর্ষ আদালত নির্যাতিতার পরিবার ও তাদের আইনজীবীর জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছে জম্মু–কাশ্মীর সরকারকে। এ দিন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি এএম খানউইলকার এবং বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিয়ে গঠিত সুপ্রিমকোর্টের বেঞ্চ সুরক্ষা সংক্রান্ত উদ্‌বেগের বিষয়টি খতিয়ে দেখে অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসেবে মেয়েটির পরিবার, তাদের আইনজীবী দীপিকা সিং রাজওয়াত এবং পারিবারিক বন্ধু তালিদ হুসেনের নিরাপত্তায় রাজ্যকে সাদা পোশাকের পুলিশের বন্দোবস্ত করতে বলেছে। একইসঙ্গে কাঠুয়া থেকে বিচারপ্রক্রিয়াটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিহত নির্যাতিতার বাবার আবেদনও এ দিন বিবেচনার জন্য গ্রহণ করে সুপ্রিমকোর্ট। জম্মুতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা মাথাচাড়া দেওয়ার প্রেক্ষিতে নির্যাতিতার বাবা কাঠুয়া মামলার বিচার চণ্ডীগড়ে স্থানান্তরিত করার আর্জি জানালে শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে রাজ্যের মত জানতে চায়। ২৭ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে বক্তব্য জানাতে হবে। এ দিন শুনানির সময় মেয়েটির বাবা জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এ পর্যন্ত যে তদন্ত চালিয়েছে তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে মামলাটিকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়া সংক্রান্ত দাবির বিরোধিতা করেন।

সংখ্যালঘু, দলিত ও নারী নির্যাতন বিরোধী প্রতিবাদী সমাবেশে যোগ দিতে দীপিকা এসেছেন নয়াদিল্লিতে। কাঠুয়া কাণ্ডে নিহত নাবালিকার পরিবারের হয়ে মামলা লড়তে গিয়ে তিনি কী চরম বিপদে পড়েছেন, সে কথাই দীপিকা এ দিন বলছিলেন সাংবাদিকদের। তাঁর কথায়, 'ক'দিন বেঁচে থাকব জানি না। আমাকে ধর্ষণ করে খুন করা হতে পারে। শেষ করে দেওয়া হতে পারে আমার পরিবারকেও। আমার ১২ বছরের মেয়ে আছে। ভয়ে তাকে স্কুলে পর্যন্ত পাঠাতে পারছি না। চোখের আড়াল হলেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি কিছু একটা হয়ে গেল। ওরা ফোন করে বলছে, তোমাকে ছাড়ব না। চূড়ান্ত বিপন্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। নিরাপত্তা চেয়ে সুপ্রিমকোর্টকে সব জানিয়েছি। আদালত আমার পাশে আছে, এটাই ভরসার।' গত সপ্তাহেই দীপিকা জানিয়েছিলেন, জম্মু বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিএস সালথিয়া তাঁকে লাগাতার হুমকি দিয়ে চলেছেন। তিনি বলেন, আমি জম্মু বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য নই। কিন্তু গত বুধবার যখন কোর্টে যাই, আমাকে মামলা থেকে সরে যেতে বলেন সালথিয়া। এ দিন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভয়েস ফর রাইটস–এর চেয়ারপার্সন দীপিকা বলেছেন, 'আমি বিপন্ন, তবে ভীত নই। সব জেনেশুনেই অসহায় মানুষের ন্যায়বিচার চেয়ে লড়তে নেমেছি।' দীপিকার সাহসকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ফিল্মমেকার রাহুল রায়, সাবা দেওয়ান সহ বহু মানুষ।

নিরাপত্তা দিতে রাজ্যকে নির্দেশ সুপ্রিমকোর্টের

মোদিকে বিঁধে ফাস্ট ট্র্যাকের দাবি রাহুলের

নির্দোষ দাবি করে নার্কো পরীক্ষার আর্জি অভিযুক্তদের

নয়াদিল্লি ও জম্মু, ১৬ এপ্রিল ঃ কাঠুয়া গণধর্ষণ ও হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আটজন নিজেদের নির্দোষ দাবি করে জেলা ও দায়রা আদালতে নার্কো পরীক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবী অঙ্কুর শর্মা বলেন, 'সবার হাতে চার্জশিট ঘুরছে, অথচ আমাদের তা দেওয়া হয়নি। এ কেমন বিচার?' পাশাপাশি, অভিযুক্ত সাঞ্জিরামের পরিবার বলেছে, দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের যেন প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়। মূল অভিযুক্ত সাঞ্জিরামের এক মেয়ে বলেছেন, 'আমার বাবা ও ভাই দোষী হলে তাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত। কিন্তু শর্ত একটিই, তদন্তের ভার দিতে হবে সিবিআই–কে। রাজ্য পুলিশের তদন্ত আমরা মানছি না।' তাঁর দাবি, অন্যায়ভাবে ফাঁসানো হয়েছে মন্দিরের সেবাইত সাঞ্জিরাম ও তাঁর নাবালক ভাইপো সহ অন্যদের। এদিকে, কাঠুয়া ও উন্নাওয়ের ধর্ষণ ঘিরে দেশজুড়ে প্রতিবাদ, বিক্ষোভের মধ্যেই এদিন নাবালিকাদের যৌন নিগ্রহের মামলাগুলি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে বিচার করে দোষীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। কয়েকদিন আগে এই একই দাবি তুলেছিলেন জম্মু–কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিও। এদিন মোদিকে নিশানা করে রাহুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী কি দেশের মেয়েদের সুরক্ষার কথা আদৌ ভাবেন? যদি ভাবেন, তা হলে তিনি বলুন, কেবল ২০১৬ সালেই দেশে ১৬,৬৭৫ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয় কী করে? একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে, অথচ প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই বলেও অভিযোগ কংগ্রেস সভাপতির। টুইটারে হ্যাশট্যাগ দিয়ে 'স্পিক আপ' লিখে রাহুল এ দিন আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রীকে।

কাঠুয়ার নাবালিকাকে মামলার বিচার সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। এদিন শুনানির শুরুতেই 'চার্জশিটের কপি পাইনি' বলে অভিযোগ জানান অভিযুক্তদের আইনজীবীরা। জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক জম্মু–কাশ্মীর রাজ্য পুলিশের অপরাধদমন শাখাকে অভিযুক্তদের চার্জশিটের কপি দিতে বলার পাশাপাশি ২৮ এপ্রিল পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন। ৮ বছরের মেয়েটির উপর বেনজির নারকীয় অত্যাচারে অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে এক নাবালকও। তাকে আগেই গ্রেফতার করা হয়। ছেলেটি বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জামিনের আবেদন পেশ করলেও সোমবার পর্যন্ত জানা যায়নি, তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে কি না। গত জানুয়ারিতে জম্মুর সংখ্যালঘু যাযাবর সম্প্রদায়ের মেয়েটিকে কাঠুয়ার একটি ছোটো গ্রামের মন্দিরে এক সপ্তাহ আটকে রেখে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আচ্ছন্ন করে পালা করে ধর্ষণের পর গলায় ফাঁস জড়িয়ে পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রাজ্য পুলিশের অপরাধদমন শাখার চার্জশিটে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু যাযাবর সম্প্রদায়টিকে এলাকাছাড়া করার সুগভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবেই মেয়েটিকে অপহরণ, ধর্ষণ ও খুন করা হয়। গোটা বাকরওয়াল জনগোষ্ঠীটিকে সন্ত্রস্ত করে দিয়ে জমি–জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করাই ছিল এই অপরাধ ঘটানোর আসল উদ্দেশ্য। যে মন্দিরে মেয়েটিকে আটকে রেখে তার উপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়, তার সেবাইত সাঞ্জিরামকে অপরাধের মূলচক্রী হিসেবে শনাক্ত করে পুলিশ। সাঞ্জিরাম ছাড়াও তাঁর নাবালক ভাইপো ও পুত্র বিশাল গঙ্গোত্র অপরাধে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ। এর বাইরে অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে নাম রয়েছে আরও পাঁচজনের–সাঞ্জিরামের নাবালক ভাইপোর বন্ধু, দুই স্পেশাল পুলিশ আধিকারিক দীপক খাজুরিয়া ও সুরেন্দ্র কুমার, সাব–ইনস্পেকটর আনন্দ দত্ত এবং তিলক রাজ।

বিহারে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুন

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ উন্নাও, কাঠুয়া ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় চলছে। তবু ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনা এতটুকুও কমেনি। দেশের কোনো প্রান্তেই সুরক্ষিত নয় মেয়েরা। বিহারেও এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সুরাটের মতো হরিয়ানার রোহতকেও এক নাবালিকার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাকেও ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। অন্যদিকে, নির্ভয়ার মতো বৃহত্তর দিল্লিতে চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষিতা হয়েছেন ২০ বছরের এক যুবতি। তাঁকেও গণধর্ষণের পর চলন্ত গাড়ি থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। বরাতজোরে তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার বিকালে বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলায় বাড়ির কাছ থেকে অপহৃত হয় ১৪ বছরের এক নাবালিকা। তারপর রবিবার তার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। তাকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গিয়েছে। পূর্ব চম্পারণের ডিএসপি পঙ্কজ রাওয়াত জানান, বালিকাটির দেহে ৫২টি ক্ষতচিহ্ন মিলেছে। কিছুদিন ধরে তার পরিবারের সঙ্গে প্রতিবেশীদের জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। তার জেরেই নাবালিকাটির এই পরিণতি হল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। নাবালিকাটি অপহৃত হওয়ার সময় তার বউদি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি প্রতিবেশী ১১ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি। সকলেই পলাতক। এই ঘটনার পরদিন সুরাটের ছায়া দেখা গেল রোহতকে। হরিয়ানার রোহতকের টিটোলি গ্রামের খাল থেকে ব্যাগবন্দি এক নাবালিকার খণ্ড–বিখণ্ড দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে, তাকে শনাক্ত করা যাচ্ছে না। রোহতক পুলিশের এক আধিকারিক জানান, নাবালিকাটির বয়স ৮–১০ বছর হবে। তার দেহে ৫৬টি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নাবালিকাটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট না হলেও তার গোপনাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। তাকে ধর্ষণের পর খুন করে দেহ টুকরো–টুকরো করে কাটা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। অপরাধীদের ধরতে এবং নাবালিকাটির পরিচয় পেতে সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি জানিয়ে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

রেললাইনে পড়ে হাতিদের মৃতদেহ। – পিটিআই

ওডিশায় ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল ৪ হাতির

ভুবনেশ্বর, ১৬ এপ্রিল ঃ ট্রেনের ধাক্কায় ৪টি হাতির মৃত্যুর জেরে ফের প্রশ্নের মুখে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা। ওডিশার ঝারসুগুডা জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। সোমবার তেলিধিলি গ্রামের কাছে রেললাইন পারাপারের সময় বোকারো–আলেপ্পি এক্সপ্রেসের ধাক্কায় হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল ও একটি শিশু। ঝারসুগুডার বন আধিকারিক সুশান্ত কুমার জানান, 'এদিন ভোর চারটে নাগাদ বাগডিহি স্টেশনের কাছে হাতিগুলি লাইন পার হচ্ছিল। সেই সময় ওই লাইনে এক্সপ্রেস ট্রেনটি এসে পড়ে। ঘটনাস্থলেই হাতিগুলির মৃত্যু হয়েছে।' দুর্ঘটনার জায়গাটি ঘুরে দেখেন বন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। গত কয়েকবছরে দেশের বিভিন্ন অংশে ট্রেনের ধাক্কায় হাতিদের একাধিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে এসেছে। কিন্তু তারপরেও হাতি মৃত্যুর ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না। ওডিশা বনদপ্তরের দাবি, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে খুব কমই হাতিদের দেখা মেলে। গত ৩–৪ মাস ধরে ওই এলাকায় কোনো হাতির দলকে দেখা যায়নি। তবে বাগডিহি অঞ্চলে হাতিদের যাতায়াতের বিষয়ে রেলকে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল। ওই এলাকায় ট্রেনের গতিবেগ কমানো ও শব্দ করে হাতির দলকে লাইনের থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল রেলকে। যদিও বোকারো–আলেপ্পি এক্সপ্রেসের চালক ট্রেনের গতি কমিয়েছিলেন কিনা সেবিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ মহান্তির মতে, 'যেসব এলাকায় হাতিরা রেললাইন পারাপার করে বনদপ্তরের উচিত সেগুলিকে চিহ্নিত করা। কিন্তু সেই কাজ এখনও শেষ হয়নি।' ২০১০